গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়: সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
সভার তারিখ ও সময়	:	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, বিকাল ৩.০০ টা।
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ (২য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সভার উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট - 'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশের অর্জিত সমুদ্রসীমায় তেলগ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ ও মৎস্য আহরণ এবং সমুদ্রসীমায় নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহবান জানান। সভাপতি বলেন, ব্লু ইকোনমির উপর Intellectual Exercise হলেও দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। কাজেই কালক্ষেপন না করে সম্মিলিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

২। মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব উপস্থাপনায় জানান যে, ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত Climate Change বিষয়ে Rio Convention এ সমুদ্রের ১০ ভাগ এলাকাকে Marine Protected Area (MPA) হিসেবে সংরক্ষণ করার জন্য বাংলাদেশ অংগীকার করেছে। এছাড়া এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এরূপ নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ৩.৮ ভাগ এলাকা MPA হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অনতিবিলম্বে বাকী এলাকাকে Protected Area হিসেবে ঘোষণা করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, বঙ্গোপসাগরে একটি ডেড জোন তৈরি হয়েছে। ডেড জোনে অক্সিজেনের পরিমাণ কম বিধায় মৎস্য সম্পদের উপরে বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডেড জোনটি ক্রমান্বয়ে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হলে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের পাশাপাশি সুনীল অর্থনীতি কর্মকান্ডে ব্যঘাত সৃষ্টি হবে। তিনি অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে এই ডেড জোনের অবস্থান, পরিধি এবং অক্সিজেন স্বল্পতার মাত্রা নিরুপণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন ও সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন।

৩। সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট সভায় ২০১৯ সালের একটি স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ৪০ মিটার পানির গভীরতার আশেপাশে ট্রলার ও ফিশিং বোটের চিত্র তুলে ধরেন এবং বলেন যে, এ সকল ফিশিং বোট হতে ৪০ মিটার গভীরতায় মাছ ধরা হচ্ছে এবং সমুদ্র সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য এ যাবৎ ০৯ টি লং লাইনার এবং ০৭টি পার্সেইনার নৌযানের অনুমোদন প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি লাইসেন্সধারীগণ নৌযান/ট্রলার ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন আনুমানিক ১৪ মিটার দৈর্ঘ্যের GRP দ্বারা তৈরি বোটসমূহ শ্রীলংকা থেকে এসে টুনা মাছ ধরতে সক্ষম। শ্রীলংকার পক্ষ থেকে এরূপ একটি প্রস্তাব ইতোপূর্বে বাংলাদেশকে করা হলেও বাংলাদেশ হতে এ বিষয়ে পরবর্তীতে আর কোন যোগাযোগ করা হয়নি। সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ আহরণ, মাছের বিচরণক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও গবেষণা কাজের জন্য জাহাজ ক্রয়, এ সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পাইলট প্রজেক্ট নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণসহ অর্থ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে তিনি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একইসাথে সভায় সভাপতি সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে শ্রীলংকা হতে ইতোপূর্বে যে প্রস্তাবটি করা হয়েছে উক্ত প্রস্তাবে তারা এখনো আগ্রহী কিনা সে বিষয়ে শ্রীলংকা সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়েও অনুরোধ জানান।

৪। এ পর্যায়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব সভায় উল্লেখ করেন ২০১৪ সালে সমুদ্রে মৎস্য সংরক্ষণ ও মাছ ধরার নিয়ম-কানুন মেনে চলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের সহায়তায় যা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পদক্ষেপেই অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে তিনি মত

প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে স্থানীয় জেলা প্রশাসন এর সহযোগিতায় ট্রলার মালিক ও মালিক সমিতি কে ৪০ মিটার এর মধ্যে মৎস্য আহরণ বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে অনুরোধ জানান।

৫। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর বলেন, বাংলাদেশের ফিশিং গ্রাউন্ডগুলো আপডেট করা হয়নি বিধায় ৪০ মিটার গভীরতার মধ্যে বোটের উপস্থিতি অধিক লক্ষ্য করা যায়। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশ এখনও 'The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009' Ratify করে নাই। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে এবং এ শিল্পের উপর বিরূপ প্রভাপ পড়তে পারে। জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কর্মরত শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরসন এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এ কনভেনশনের অন্যতম শর্ত। তিনি উল্লেখ করেন এই শর্ত সমূহ Compliance এর বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন শীঘ্রই পেশ করা প্রয়োজন।

৬। সভায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম কর্তৃক জাইকা প্রকল্পের আওতায় একটি RADAR সংস্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এর Primary Range ৬০ নটিক্যাল মাইল এবং Secondary Range ২০০ নটিক্যাল মাইল। উক্ত RADAR এর কার্যক্রম শুরু হলে এবং RADAR এর উপর প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োজিত করে দক্ষিনে সমুদ্রসীমা উপরস্থ Air Route সমুহের চলাকারী বিমানসমূহকে বাংলাদেশ হতে কন্ট্রোল করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

৭। সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, গভীর সমুদ্রে টুনা এবং টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জন্য ১০টি লং লাইনার প্রকৃতির জাহাজ মার্চ ২০২০ এর মধ্যে আমদানির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত আর ভি মীন সন্ধানী গবেষণা ও জরিপ জাহাজের মাধ্যমে ২৪টি ক্রুজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জাতিসংঘের সহায়তায় গবেষণা জাহাজ দ্বারা বঙ্গোপসাগরে একুয়াস্টিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।

৮। সভায় ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধি সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং অবহিত করেন যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০২১ সালের মধ্যে সমুদ্রে ২টি অনুসন্ধান কুপ খননের কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যায়ে সিনিয়র সচিব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বলেন, ব্লু ইকোনমি সেলে জনবল স্বল্পতার কারণে কাঙ্খিত দায়িত্ব পালন করা দূরুহ হচ্ছে। তিনি ব্লু ইকোনমি সেলটি Upgradation এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সকলে এর পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

৯। ব্লু ইকোনমি বিষয়ে সভায় উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিগণও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা
১.	Climate Change বিষয়ক Rio Convention এ বাংলাদেশের সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলের নির্ধারিত ১০ ভাগ এলাকাকে Marine Protected Area (MPA) হিসেবে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়/ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/ মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট
২.	বঙ্গোপসাগরে উদ্ভুত ডেড জোন (Dead Zone) এর স্থান, বিস্তৃতি এবং অক্সিজেন/নাইট্রোজেন এর পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশি কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট

৩.	৪০ মিটার গভীরতার বাইরে মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ট্রলার মালিক সমিতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ট্রলারসমূহ ৪০ মিটারের মধ্যে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ নৌবাহিনী/বাংলাদেশ কোস্টগার্ড
৪.	গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ আহরণ, মাছের বিচরণক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও গবেষণা কাজের জন্য নৌযান/ট্রলার ক্রয়সহ এ সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পাইলট প্রজেক্ট নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণসহ অর্থ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ অর্থ বিভাগ
৫.	জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে 'The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009' এর শর্ত প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়
৬.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন পরিচালিত অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেলটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্বাহী সেলের আওতায় এনে পরবর্তী কর্মকান্ড পরিচালনা করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/ব্লু ইকোনমি সেল

১০। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৩/০৩/২০২০
(ড. আহমদ কায়কাউস)
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব